অমৃত বাজার পত্রিকা

৩য় ভাগ { ২১শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার সন ১২৭৬ সাল ৩১ ফেব্রুয়ারী ১৮৭০ খৃঃ অব্দ } ৩ সংখ্য

অমৃত বাজার পত্রিকা।

২১ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার

হিন্দু উইলস বিলের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষীয় সভা আবেদন করিয়াছেন, আর সর্ব্ব সাধারণ হইতে আর একখান দরখাস্ত সত্বর দেওয়া হইবে, আমরা ভরসা করি সকলে ইহাতে স্বাক্ষর করিবেন। বোম্বাইএর নেটিব ওপিনিয়নও ইহার বিরুদ্ধে লিখিয়াছেন। আমারা এই উপলক্ষে একটা দেখিব। ভারতবর্ষীয় সভা কোন আবেদন করিলে গবর্ণমেণ্ট উহা এক শ্রেণির সমর্থনকারী বলিয়া উড়াইয়া দেন, কিন্তু এবারে দেশ সমেত লোক আবেদন করিতেছেন, দেখিব এবার গবর্ণমেণ্ট কি উত্তর দেন।

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম, বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় সিবিল সার্ব্বাণ্টের পদ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। টেলীগ্রাম দ্বারা এই সংবাদ প্রেরিত হইয়াছে। আর চর্ব্বিশ ঘণ্টা পূর্ব্বে ইহা পৌছিলে মৃত বাবু দুর্গা চরণ বন্দোপাধ্যায় তাহার পুত্রের কৃত কার্য্যতার কথা শুনিয়া যাইতে পারিতেন। বঙ্গের শ্রীপদ বাবাজী ঠাকুর ও পুনরায় সিবিল সার্ব্বাণ্ট হইয়াছেন।

দক্ষিণ আফরিকায় বেকলি নামে ষাঁড় আছে। তাঁহারা ঘোড়াপেক্ষা বুদ্ধি বিশিষ্ট, কুকুরের অপেক্ষা প্রভু পারায়ণ। কাফিরা মাঠে মেষপাল ছাড়িয়া দিলে, এই সকল ষাঁড় তাহাদের কাছে ২ চরে। কোন জন্তু মেষপাল আক্রমণ করিতে আসিলে, কিংবা তস্করেরা তাহারদিগকে চুরি করিতে উদ্যোগ করিলে ষাঁড় গুলি তৎক্ষণাৎ শত্রুকে আক্রমণ করে। কাফিরা ইহাদের উপর আরোহণ পূর্ব্বক অনায়াসে বহুদুর পর্য্যটন করে। এবং কোন জাতির সহিত যুদ্ধের সময় পালে ২ এই সকল ষাঁড় ছাড়িয়া দেয়। অনেক সময় নিজেরা অস্ত্র ধারণ না করিয়া কেবল ইহাদের সাহায্যে জয় লাভ করে।

বিগত ১৮ ফেব্রুয়ারী রাত্রে কমন্স সভায় শ্রীযুক্ত গ্রাণ্টডফ সাহেব ভারতবর্ষীয় আইন ও বিধি সম্বন্ধীয় বিলের পুনরুত্থাপন করেন। তাহাতে সার চালস উইংফিলড উক্ত বিলের প্রথমাংশ অনুমোদন করিয়া কহেন, সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষা সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় দিগের জন্য সুবিধা করাতে কাম্পিটিসন পরীক্ষার কোন ব্যাঘাত করিবে কি না এবিষয়ে তাঁহার সন্দেহ আছে। তিনি আরো কহিয়াছেন যে এ দেশীয় দিগের সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশাধিকার প্রদান বিষয়ের বিবেচনা করিবার জন্য একটী বিশেষ সভার প্রতি ভারার্পিত হয়। এ দেশীয়দিগের সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশাধিকার লোপ করিবার এই বুঝি গৌর চন্দ্রিকা?

ইংলিসমেনে দৃষ্ট হইল, আমিরিকায় গুরুতর অপরাধীদিগকে ফাঁসি না দিয়া মাথা কাটিয়া ফেলে। কিছু দিন হইল দুই জন ডাক্তার তাহার দিগের মস্তক শরীর সংলগ্ন করিয়া কোন প্রক্রিয়ার দ্বারা জোড়া লাগান, এবং তাড়িত সঞ্চালন প্রভাবে তাহার দিগকে জীবিত করিয়াছেন। এই গল্পটী ইংলিসমেন নাকি অনেক গুলি দেশীয় সংবাদপত্রে দেখিয়াছেন!

আউড আকবরে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা এই। লক্ষ্ণৌ হইতে এক ক্রোশ ব্যবধানে বাদসা নগর বাসী একজন হিন্দু বণিক, একদা কিছু দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয়ার্থে গৃহ হইতে বহির্গত হয়। কিন্তু সে ৩ বার দেখিতে পাইল যে, সে যতই বিক্রয় করিতেছে, দ্রব্য যেমন তেমনি আছে। গৃহে প্রত্যাগমন কালে পথের মধ্যে সে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া থাকে, কিন্তু জিনিসপত্র তাহার বাড়িতে পৌঁছে। লোকেরা তাহাকে তল্লাস করিয়া মোহাবস্থায় বাড়ীতে আনে, ঐ ভাবে দুই দিবস থাকে। তৃতীয় দিবসে পারস্য ও আরব্য ভাষায় নানা প্রকার কথা বলে। তাহাতে কেহ কেহ বিবেচনা করিল, সেগুলি জ্বরের প্রলাপ, কেহবা ভাবিল তাহাকে ভুতে পাইয়াছে। তদবধি সে মন্ত্রবলে অনেক রোগীকে আরাম করে, ও অনেক ভবিষ্যদ্বাণী কহে, সত্য সত্যই সে সকল ঘটনা হইয়াছিল। বানিয়ার মৃত্যুর পর তাহাকে কবর দেওয়া হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে একজন চোর কবরের কাপড় চুরি করিয়া ভয়ানক পীড়াগ্রস্থ হয়, পরে তাহার আত্মীয়েরা উক্ত কাপড় শুদ্ধ আর দুখান নুতন কাপড় কবরে দেওয়াতে সে আরাম হয়। সেখানে চোর গেলে লোকে তাহাকে সহজে চোর বলিয়া চিনে। নিত্য নিত্য সেখানে অনেক লোক যায়। একজন মেম সাহেব প্রত্যহ তথায় একটী ঘৃতের প্রদীপ দেন, এবং তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইলে একটা রূপার প্রতিমূর্ত্তী কবরেদিতে মানস করিয়াছেন।

কিছু দিন হইল, আমাদের গবর্ণর জেনারল লড মেও মেদনীপুরে মৃগয়া করিতে যান। গুটি কয়েক বরাহ তিনি শিকার করেন। ঐ বরাহ গুলি গৃহ পালিত। জনরব উঠিয়াছে যাহাদিগের ঐ বরাহ গুলি তাহারা মেদনীপুরের মাজিষ্ট্রেটের নিকট ইহাই বলিয়া নালিশ করিয়াছে যে তাহারা উহার উপযুক্ত মূল্য না পাইলে গবর্ণর জেনারলের নামে দিনে ডাকাইতি করিয়াছেন বলিয়া ফৌজদারী করিবে। এটি কত দুর সত্য জানা যায় নাই, ফল ইহা সত্য হউক না হউক, আমরা ভরসা করি এই জনরব দ্বারা লড মেয়োর শিকার প্রিয়তা কিছু কমিয়া যাইবে।

আমাদের এখানে একটি চীতা বাঘ আইলে হুলুস্থুলু পড়িয়া যায়, কিন্তু দক্ষিণ ভারত বর্ষের অবস্থা শুনিলে পাঠক চমকিয়া উঠিবেন। মধ্য ভারতবর্ষে ওলাউঠা কর্ত্তৃকও যত মানুষ মরে, বন্য পশু কর্ত্তৃকও তত লোক হত হয়। বিস্তর গো মহিষ ও শস্যও ইহাদিগের কর্ত্তৃক নষ্ট হইয়া থাকে। বন্য পশু কর্ত্তৃক কত মনুষ্য ও গবাদি হত এবং শস্য নষ্ট হইয়াছে সে সম্বন্ধে সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় গেজেটে ৪৫ পৃষ্ঠা লেখা হইয়াছে। বন্য হস্তি, ব্যাঘ্র, চীতা, ভল্লুক ইত্যাদির নিমিত্ত জমি জরিপ করিবার যো নাই, গাড়িতে চড়িয়া যাইবার যো নাই, লোক সমুদায় অনবরত শশঙ্কিত। চান্দা জেলায় একটি বাঘ ঘন ১২৭ জন মনুষ্য হত এবং সাধারণ রাস্তার উপর সমুদায় মালের গাড়ি আক্রমণ করে। আর একটি বাঘের উৎপাতে ১৩ খানি গ্রাম একেবারে জনশূন্য হয় এবং ২৫০

Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

বর্গ মাইল ভূমি পতিত থাকে। একটি ভালুকের দৌরাত্ম আমরা এখানে প্রকাশ করিতেছি, পাঠক দেখিবেন, মধ্যভারত বর্ষের লোকদিগের অবস্থা কি রূপ ভয়ানক।

এক দিন দুই প্রহর রাত্রে একটি ভালুক এক খানি গ্রাম প্রবেশ করে। গ্রামে প্রায় ১৪। ১৫ জন লোক ছিল। দুই ঘণ্টার মধ্যে দুই জন পুরুষ তিন জন স্ত্রী ও একটি বালককে হত ও দুই জন মনুষ্যকে আহত করে। তাহার পর সে একটি ঘরের ভিতর ঢুকিয়া দুটী স্ত্রী লোক খুন করে এবং এক জন ধোপা ইহাদিগকে সাহায্য করিতে আসাতে সেও হত হয়। তার পর এক জন কসাইদারের ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার স্ত্রী ও পুত্রকে হত করে। কসাইদার এক খানি ছুরি লইয়া তাহাকে আক্রমণ করে কিন্তু ভালুক এক চপটাঘাতে তাহার মস্তিষ্ক বাহির করিয়া দেয়। গ্রাম ছাড়িয়া সে ছয়টি গোরু নষ্ট করে। মাঠে কয়েক জন চাসা শস্য চৌকী দিতে গিয়াছিল। ইহারা বাটি ফিরিয়া আসিতেছে, পথ মধ্যে ভালুকের সহিত দেখা। গুরুতর রূপে আহত হইয়া ইহারা পলায়ন করে। পর রাত্রে ভালুকটী প্রতাপপুর নামক গ্রামে প্রবেশ করে। সেখানে একজন রাইয়ের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার স্ত্রীকে হত এবং তাহাকেও গুরুতর আঘাত করে। সৌভাগ্য ক্রমে একজন শিকারী এই গ্রামে আসিয়াছিল। সে উহাকে গুলি করে এবং এক গুলিতেই ভালুকটি হত হয়।

শারীরিক দণ্ড।

হিন্দুদিগের শারীরিক দণ্ড প্রণালী শুনিয়া অনেকে চমৎকৃত হন। কিন্তু তাহা যত নিষ্ঠুর কেন না হউক, কার্য্যতঃ প্রয়োগ হইয়াছে এরূপ উদাহরণ অতি বিরল। এমন কি মনুর প্রণীত অনেক দণ্ড কেবল সংহিতাই আছে। যাহা কিছু হইয়াছিল, তাহাও কেবল হিন্দু রাজত্ব সময় হইত। যাদশ শতাব্দির পর আর ঐ সকল নিষ্টুর দণ্ডের কথা দেখা কি শুনা যায় না। নবাবি আমলে কোন কোন নিষ্টুর দণ্ড ছিল। কিন্তু ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের পর দেশীয় দণ্ডের নামগন্ধও থাকেনা। ঐ সনের পর হইতে এদেশে যদি কিছু নিষ্ঠুর দণ্ড থাকে, তবে তাহা ইয়োরোপের আমদানি। কিন্তু সভ্যতম ইয়োরোপ খণ্ডে সপ্তদশ শতাব্দির শেষ পর্য্যন্ত অনেক অমানুষোচিত দণ্ডছিল। পাঠক গণকে তাহার কয়েকটী দণ্ডের সংক্ষেপ বৃত্তান্ত নিম্নে জানাইতেছি।

উডেনহরছ্ (দারুবশ্ব) তিন খান ৮। ৯ ফিট তক্তা ত্রিভুজাকৃতিতে প্রেক দ্বারা আবদ্ধ হইত। এটী হইত অশ্বের শরীর। পৃষ্ঠদেশের কোণটী ধারাল। চারি খানা কাট চাকার সঙ্গে খিলান করিয়া ঘোড়ার পা হইত। ইহার উচ্চতা প্রত্যেকের ৬। ৭ ফিট। অশ্বের একটা পুচ্ছ ও মস্তকও দেওয়া হইত। যে সকল পদাতিক সেনারা অশ্বারোহণে অশক্ত হইত, সৈনিক কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের হাত পীঠমোড়া করিয়া বাঁধিয়া ঐ কাটের ঘোড়ায় চড়াইতেন। কখন ২ দণ্ডিত ব্যক্তির পায় ২। ৩টী বন্দুক বাঁধিয়া দেওয়া হইত, যেন ঘোটকের পৃষ্ঠ কোণটীতে অধিকতর বেদনা দেয়। ইহার একটা ঘোড়ার ভগ্নাংশ ১৭৬০ খৃঃ অব্দে পোটস্মাউথ নামক স্থানে দেখা যায়। সার ওয়ালটরস্কটের কোন কোন স্থানে এই দণ্ডের উল্লেখ আছে।

গেণ্টিলোপ (কশাঘাত)। সৈনিক দলের কেহ চুরি করিলে তাহার প্রতি এই দণ্ড প্রযুক্ত হইত। এটী দ্বিবিধ। প্রথমতঃ সমুদয় সৈন্য ছয় ভাগে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইত। সৈন্যাধ্যক্ষ এক নিষ্কাসিত তরবারি দোষীব্যক্তির বক্ষের কাছে সোজা করিয়া রাখিতেন, বন্দী ক্রমে প্রাগুক্ত সৈন্য শ্রেণীর মধ্যেদিয়া গমন করিত। প্রত্যেকে তাহাকে এক এক কশাঘাত করিত। কতদিন পর এই নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইল। ত্রিভুজাকারে তিন খান ও সোজা করিয়া একখান তরবারি রাখিয়া বন্দিকে তাহার সহিত বাঁধা হইত। পরে প্রত্যেক সেনা শংকর মাছের লেজদিয়া তাহার শরীরে এক এক আঘাত করিত। বন্দী নড়িলে তরবারি দ্বারা খণ্ড খণ্ড হইতে বিচিত্র থাকিত না বলিয়া জড়ের মত ঐ আঘাত সহ্য করিত।

পিকেট।---এটীও সৈনিক দণ্ড। একটা দীর্ঘ খুঁটা পোতিয়া তাহার নিকট একখানা টুল রাখা হইত। দোষী ব্যক্তি ঐটুলের উপর দণ্ডায় মান হইলে, খুঁটার অগ্রস্থিত বড়ষার সঙ্গে তাহার দক্ষিণ হস্ত বাঁধা হইত। এবং চিক্কণ ভোঁতা একটা কাঠের শলাকা পূর্ব্বকথিত খুঁটার পার্শ্বে পোথিত হইত। দণ্ডিতের হস্ত যত দুর বিস্তার করা যায়, তত দুর বিস্তৃত করিয়া টুলখানি সরাইত। তখন কাটের শলাকাটি খালি পায়ের নীচে থাকিত। সচরাচর ১৫ মিনিট, কিন্তু অনেক সময় অধিকক্ষণ ও এই ভাবে থাকিয়া বন্দী প্রায় মৃতবৎ হইত।

জিভাফোঁড়ান।---এদেশে ধর্ম্ম কি ঈশ্বর নিন্দুকের জিহ্বা চ্ছেদন করিত। ইয়োরোপে ঐ পাপের দণ্ড স্বরূপ একটী লৌহ শলাকা অগ্নিবৎ লাল করিয়া পোড়াইয়া অপরাধির রসনা ভেদকরা হইত। রাজ্ঞী এনের রাজত্ব সময় পর্য্যন্ত এই দণ্ড প্রচলিতছিল।

মাতালের পোসাক। ইংলণ্ডের সাধারণ তন্ত্রের সময় কোনব্যক্তি মদ্যপানে মত্ত হইয়া কোন অপরাধ করিলে, মাজিষ্ট্রেটেরা আলকাতরার বাকসের মত একটা গোল বাকস উল্ত করিয়া দোষীকে পরাইতেন। বাকসের তালায় একটা ও ও দুই পার্শ্বে দুটি ফুট ছিল, উপরের টীতে মাথা বাহির হইত পার্শ্বের ছিদ্রদ্বয় দ্বারা হস্তের পাতা বহির্গত করাইয়া, অপরাধের তারতম্যানুসারে যতক্ষণ ইচ্ছা তাহাকে ঐ ভাবে রাস্তায় ২ ফিরাইতেন। দার্ব্বাশ্ব ও এই দণ্ডের স্থানে বোধ হয় এদেশে উলটা গাধায় চড়াইয়া ঢেড়া দিবার রীতিছিল।

শ্বাসরোধকাসন।---কোন পুস্করণীর মধ্যে একটা স্তম্ভ প্রোথিত করিয়া তাহার অগ্রভাগে আড় করিয়া একখান বিম লৌহার কড়াদ্বারা সংবদ্ধ হইত। উহার এক দিকে একখান চেয়ার দোলিত হইত। মুখরা স্ত্রীলোক দিগের ঐ চেয়ারের উপর বসাইয়া বিমের অপরাংশ এক এক বার ছাড়িয়া দিয়া তাহার দিগকে জলে নিমজ্জন করা হইত। অনেক সময় জল খাইতে ২ স্ত্রীলোকদের শ্বাস প্রায় রুদ্ধ হইত। বেরন মমিসের কৃত আইনগ্রন্থে ও ওয়েষ্টের কবিতায় এই দণ্ডের উল্লেখ আছে। মেইড্ ষ্টোউন নামক স্থানে ১৭০৫ অব্দে ফক্সবি নামে এক স্ত্রীলোক এই দণ্ডে দণ্ডিত হয়, অনেকে অনুমান করেন এইটীই শেষ উদাহরণ। কিন্তু মেং লিল্ভ লিবার পুলের কারাগারে অবস্থা বর্ণনপালক্কে লিখিয়াছেন ১৭৭৬ অব্দ পর্য্যন্ত তথায় এই দণ্ড প্রচলিত ছিল। গ্রিনপার্কে ইহার অনেক পরেও ইহা ছিল। কখন ২ এক রকম লৌহটুপি দেওয়া হইত, তাহাকে "ব্রেঙক" কহে।

হস্ত দাহন।—১৭৭৯ অব্দ পর্য্যন্ত তস্কর দিগের হাত পোড়াইয়া দিত। চতুর্থ জর্জের রাজত্ব পর্য্যন্ত হত্যাকারী দিগের প্রতি ইহা প্রযুক্ত হইত। প্রকাশ্য কাছারিতে জজের সমক্ষে এই দণ্ড দিত। অনেক প্রাচীন ধর্ম্মাধিকরণে এখনো হাতকড়া ও লোহা পোড়াইয়া যে হাত দগ্ধ করিত তাহা প্রভুত পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

পাইন কোর্ট এটডিওর।—কোন ব্যক্তি ধর্ম্মাধিকরণে বিচারক দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর না দিলে, পুরাকালে তাহাকে এক অন্ধকার নীচ কুটরিতে লইয়া চিৎ করিয়া ফেলিয়া বুকে পাথর চাপা দিয়া রা

[illegible] তাহারা দলে জল [illegible] কোন দিন জল দিতো তাহার [illegible] পার্লিয়েমেণ্টে [illegible] দ্বারা ইহা রহিত হইয়া [illegible] প্রবর্ত্তিত হয়। তাহা [illegible] উভয় [illegible] বাঁধিলা যে পর্য্যন্ত উভয় [illegible] জল দেওয়া হইত। দ্বিতীয় চার্লসের [illegible] সময় পর্য্যন্ত ইহা প্রচলিত থাকে। লণ্ডনে ১৭৬৪ ও কেমিস্ত্রী [illegible] পর্য্যন্ত ইহা ছিল।

[illegible] নামক একজন ইংরাজ রাজ কর্ম্মচারি প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক [illegible] গুলি গবর্ণমেণ্টের অর্থ আত্মসাৎ করায় সংপ্রতি ধৃত হইয়া [illegible] বিচারে দাণ্ডিত হইয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে বন বিভাগের এক জন ইংরাজ কর্ম্মচারী অনেক গুলি অর্থ অপহরণ করিয়া ফরাশি দেশে পলায়ন করে এবং সেখান হইতে ধৃত হইয়া বিচারের নিমিত্ত উপস্থিত আছে। কাইনেন শিয়াল বিভাগস্থ ফরেষ্টরের চুরি ও কারাবাসের কথাও বোধ হয় পাঠক বর্গ বিস্মৃত হন নাই। এতদ্ভিন্ন আমরা আরও দুই এক জনের নাম করিতে পারি, যাহারা ইংরাজ, কৃষ্টান, অথচ চুরি ও বিশ্বাস ঘাতকতা অপরাধে এই রূপ রাজ বিচারে উপস্থিত হইয়াছে।

এ দেশীয় ইংরাজ মাত্রকেই প্রায় দেখা যায় যে ভারতবর্ষীয়দের একটু দোষ দেখিলে তাহারা নাচিয়া উঠেন। ভারতবর্ষীয়দের নীতিজ্ঞান নাই, ভারতবর্ষীয়দের ধর্ম্মজ্ঞান নাই তাহাদের নিকট এটি যেন স্বতঃ সিদ্ধ কথা। কিন্তু নিরপেক্ষ ভাবে একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে তাহারা বুঝিতে পারিবেন ভাল মন্দ সকল দেশেই পাওয়া যায়। বরং আমরা ইহা গর্ব্ব করিয়া বলিতে পারি যে তাহারা [illegible] যে সকল কুকর্ম্ম করেন, তাহাদের তুল্যাবস্থ এদেশীয় লোক প্রায় তাহা করেন না। যে সকল বাঙ্গালীর চাকুরী এক শত টাকার উপর তাহাদের মধ্যে প্রায় কেহ ঘুস লয়েন না, কিন্তু চারি শত টাকার নিচে বিস্তর ইংরাজ কর্ম্মচারীকে ঘুস লইতে দেখা যায়। কতক গুলি বিষয়ে ইহাদিগকে ঘুস লইতে সাহায্য করে। ইংরাজ ও কৃষ্টান বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষরা ইহাদিগকে অবিশ্বাস করেন না এবং যদিও কখন কখন ইহারা ধরা পড়েন, তবু স্বজাতীয় বলিয়া ইহাদের অনেকটা মাপ আছে। সে কেলে সিবিল হাকিমেরা যে কত ঘুস লইতেন তাহা বলা যায় না। এখন কথায় তাহাদের নিকট [illegible] হইত। তাহাদের চাল চলন নবাবের মত ছিল, অথচ বেতন তেমন বেশী ছিল না, সুতরাং ঘুস না লইলে [illegible] চলিত না। এক্ষণকার সিবিলিয়ানেরা অর্থাকারে উৎকোচ লয়েন না বটে, কিন্তু অনুরোধ কি এক প্রকার ঘুস নহে? এরূপ হাজার হাজার দৃষ্টান্ত কি দেখান যাইতে পারে না যে ইংরাজ দোষীকে ছাড়িয়া দিতে পারিলে বিচারপতিরা ছাড়েন না? পয়সা পাইলে মিথ্যা সার্টিফিকেট না দেন এমন কটি সিবিল সার্জ্জন আছেন? বাণিজ্য বিষয়ে সে দিবস ইংরেজেরা কত কলঙ্ক কিনিয়াছেন? ইউরোপে এমন দেশ নাই যেখানে এই নিমিত্ত ইংরাজ নাম গালি স্বরূপ না হইয়া উঠিয়াছে। আমেরিকার ক্রীতদাস রাখিবার নিমিত্ত ইংরেজেরা সাহায্য করাতে জগতে তাহাদের কি রূপ নাম ডাকিয়া উঠিয়াছে? যে সকল ইংরাজগণ এদেশীয়দের বিদ্বেষী তাহারা এই গুলি স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন তাহা হইলে তাহারা বুঝিতে পারিবেন, যে তাহারা এদেশীয়দের অপেক্ষা বড় শ্রেষ্ঠ নন।

এরূপ কেহ মনে না করেন যে ইংরেজ জাতির উপর আমাদের বিদ্বেষ ভাব ও তাহাদের মিছা মিছি নিন্দা করা আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি ইংরেজ জাতি কারিয়া আমাদের বিশেষ ভক্তি আছে ও এমন সমুদায় লোক ইহাতে আছেন যাহারা প্রাতঃ স্মরণীয়। তবে ইংরাজেরা সভ্য ও খৃষ্টান, সুতরাং ইহাদের শরীর পাপ স্পর্শে না, এবং এদেশীয়রা খৃষ্টান ও তত সভ্য নয়, সুতরাং ইহাদের ধর্ম্ম ও নীতি জ্ঞান নাই, যে সকল ইংরাজ এই রূপ ভাবেন আর এদেশে এই রূপ ইংরাজ দলেরই কিছু বেশী প্রাদুর্ভাব--- তাহাদেরই চক্ষু দান দিবার নিমিত্ত আমারা উপরে কয়েকটি কঠিন কথা প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইলাম। অপবাদক আমরা নই আমরা অপবাদিত।

এক্ষণ আমাদের একটি কথা। এমন বৎসর নাই যে চারি পাঁচ জন ফিরিঙ্গি কি ইউরোপীয়কে গবর্ণমেণ্ট টাকা ভাঙ্গিতে না দেখা যায়। শুনিলে অবাক হইতে হয় যে বারণ ৮০ হাজার টাকা তছরূপ করিয়াছে এবং ৮০টী জাল করার চার্জ্জ ইহার বিরুদ্ধে আনা যাইতে পারে। গুরুতর দণ্ডও এ ব্যক্তি ভোগ করিয়াছে। ব্যারণ প্রভৃতি লোক যে বেতন পান, সেই বেতনে যদি [এদেশীয়দের] নিযুক্ত করা যায়, তবে কার্য্যও সুচারু পূর্ব্বক হইতে পারে, অথচ গবর্ণমেণ্টের এই ক্ষতি গ্রস্থ হইতে হয় না। আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা গবর্ণমেণ্ট এইটা বুঝেন।

হারলী সাহেব সংক্রান্ত মকর্দ্দমা।

বাবু কৃষ্ণনাথ রায় যশোহরের আসিষ্টেণ্ট হারলী সাহেবের নামে যে নালীস করেন, তাহার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। ২০ ফালগুণে এই মকর্দ্দমা মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হয় এবং তিনি কৃষ্ণ বাবুর এজাহার লইয়া আগত বৃহস্পতিবারে মকর্দ্দমা নিষ্পত্তির দিন স্থির করেন।

বৃহস্পতি বারের প্রাতে পোলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এনলি সাহেব কৃষ্ণবাবুকে ঘরে ডাকাইয়া লইয়া যান। সেখানে এনলি হরলী প্রভৃতি জন কয়েক সাহেব উপস্থিত থাকেন। আনলি সাহেব কৃষ্ণবাবুকে আসিষ্টেণ্ট মাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে মিটাইয়া ফেলার অনুরোধ করেন। কৃষ্ণবাবু তাহাতে বলেন যে, তিনি হরলি সাহেব কর্ত্তৃক অত্যন্ত অপমানিত হইয়াছেন, অতএব ইহা কেমন করিয়া নিষ্পত্তি করেন। তবে প্রকাশ্য রূপে কাছারিতে যদি হরলি সাহেব নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তাহার নিষ্পত্তি করার কোন আপত্তি নাই।

হরলী সাহেব ইহাতে সম্মত হইয়া বৃহস্পতি বারে অনেক মুক্তিয়ার আমলা ও মুয়াক্কেলের সমক্ষে নিজে দোষ স্বীকার করিয়া কৃষ্ণ বাবুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কৃষ্ণ বাবু তাহাকে ক্ষমা করিয়াছেন।

কৃষ্ণ বাবু যখন নালিস করেন, তখন হরলী সাহেব আশ্চার্য্য হন যে মুক্তিয়ার আবার হাকিমের নামে নালিস করে। তিনি অগ্রে কোথায় ছিলেন তাহা আমরা জানিনা, কিন্তু তিনি নাকি সেখানে এ রকম কত শত করিয়াছেন, ও তথায় হাকিমের নামে নালিস করে এ রকম অদ্ভুত বিষয় কখন তিনি শুনেনও নাই। যাহা হউক এক্ষণ তাহার চৈতন্য হইয়া থাকিবে এবং এক্ষণ বোধ হয় বুঝিয়াছেন যে হাকিমরা মানুষ।

যে রূপে মকর্দ্দমাটীর শেষ হইল সে বড় মন্দ নয়, ইংরাজ হাকিমরা মনে করুন না করুন, আমাদের বোধে তাহাদের প্রকাশ্য রূপে অপরাধ স্বীকার করা ছাড়া আর দণ্ড নাই। হরলী সাহেবের ইহাতেও যদি শিক্ষা না হয় তবে ২০। ২৫ জরিমানা কি ৫০০০ হাজার টাকা ক্ষতি পুরণার্থে দিলে আর অধিক কি হইত। আমরা ভরসা করি, হরলী সাহেবের উপহরণ দ্বারা এই রূপ অর্ব্বাচিন ক্রোধ পরিবশঃ হাকিমরা যেন কিছু জ্ঞান লাভ করেন।

ইংরাজরাজ্যের স্থায়িত্ব ।

সিপাহি যুদ্ধ যে একদল সৈন্যের বিদ্রোহ এরূপ নয়, ইহা এক্ষণে সকলে স্বীকার করেন । পরাধীন অবস্থা অস্বীকার, ও ভারতবর্ষীয়েরা স্বাধীনতার নিমিত্ত এক বার প্রাণ পণে যুদ্ধ করেন। এযুদ্ধে তাঁহারা পরাজিত হয়েন, এই নিমিত্ত উহাকে সিপাহি বিদ্রোহ বলিয়া ইংরাজেরা ও এতদ্দেশীয়েরা উক্ত করেন । জয়ী হইলে উহাকে আর বিদ্রোহ বলা হইত না । পরাধিনতা মোচনের নিমিত্ত ভারতবর্ষীয়েরা চেষ্টা করিতে গিয়া এক্ষণে আরো অধিক অধীন হইয়া পড়িয়াছেন।

এখন যাঁহারা স্বাধীনতার নিমিত্ত ব্যাকুল, তাঁহারা এক প্রকার নৈরাশ অবস্থায় আছেন । উদ্যম হইলেই নিরুদ্যম হয়, ও সেই নিমিত্ত সিপাহি যুদ্ধের উদ্যমের নিমিত্ত ভারতবর্ষীয়দের অনেক কাল নিরুদ্যম অবস্থায় থাকিতে হইবে । তাহার পরে ইংরাজেরা আবার একটী যুদ্ধ না হয় তাহার সুন্দর উপায় অবলম্বন করিয়াছেন । কোন কোন জাতি অধিক কাল পরাধীন থাকায় একেবারে হীন বল ও ভীরু হইয়া গিয়াছে, বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সি ও মান্দ্রাজ প্রেসেডেন্সির এই দশা। বাঙ্গালিরা না হউন, উড়িয়ারা এক দিবস দিগ্বিজয় করিতে পর্য্যন্ত প্রস্তুত হয় । বাঙ্গালিই বা না কেন, রাজা প্রতাপাদিত্য আকবার সাহার সহিত কত কাল ঘোর সমর করেন । কিন্তু ইহারা অধিক কাল পরাধীনতা রূপ অন্ধকারে থাকিয়া স্বাধীনতার আলোকের তেজ সহ্য করিতে অক্ষম, স্বাধীনতা দিতে চাহিলেও অনেকে উহা লইতে চাহেন না । তাঁহারা ভাবেন তাঁহারা আছেন ভাল ।

ইংরাজ রাজ্যের স্থায়িত্বের আর একটী সুবিধা এই যে পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে ক্রমে ক্রমে অনেক ইংরাজ এতদ্দেশে নানা উদ্দেশে আগমন করিতেছেন । যদিও ইহার মধ্যে অনেকে গবর্ণমেণ্টের কোন ধার ধারেন না, কিন্তু তবু বিপদ কালে ইহারা গবর্ণমেণ্টের চাকরের ন্যায় কায করেন । সিপাহি যুদ্ধে এরূপ লোকে অনেক কায করেন । কলের গাড়ি যদিও আমাদের দেশের বিস্তর উপকার করিতেছে, কিন্তু উহা তেমনি আবার ইংরাজ দিগের বিপদ কালের মহাভরসা স্থল । ভারতবর্ষ রেলওএ দ্বারা খচিত হইতেছে । ভারতবর্ষের কোন এক স্থানে গোলের সম্ভাবনা হইলে তাবত স্থানের সৈন্য রেলওএ দ্বারা চক্ষের নিমিষে সেই স্থানে নীত হয়। তার কর্ত্তৃক এক মিনিটের মধ্যে তাবত স্থানের সংবাদ পাওয়া যায় । এতদ্দেশীয়েরা যুদ্ধ করিতে প্রবর্ত্ত হইলে এ সমুদয় সুবিধা হইতে তাঁহাদের বঞ্চিত থাকিতে হয়। তাঁহারা বড় পারেন, ইংরাজ দিগকে কিয়ৎ পরিমাণে এই সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন ।

আবার এই ভারত সাগরে অস্ট্রেলিয়ার ইংরাজ দিগের একটী উপনিবেশ আছে, তাহারা অবশ্য বিপদ কালে সহায়তা করিবে, আইজ কাল তাহারো তত প্রয়োজন নাই। এখানে কোন বিপদের আশংকা হইলে তিলার্দ্ধের মধ্যে বিলাতে সংবাদ দেওয়া যায়, ও সেখান হইতে এক মাসের মধ্যে এখানে সৈন্য পঁহুছিতে পারে। ইংরাজেরা সুয়েজ প্রণালির বিপক্ষতা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা ভাবিতেন ও এখনও ভাবেন সুয়েজ প্রণালি কর্ত্তৃক ইউরোপ ও ভারত বর্ষের পথ সুগম হইলে অনেকে উহা লইয়া টানাটানি করিবে। এ আশংকা নিতান্ত অমুলক নয়, কিন্তু সুয়েজ প্রণালির নিমিত্ত ভারবর্ষীয়দের সহিত কোন রূপ যুদ্ধো আশংকা নাই। ভারতবর্ষীয়েরা দলবদ্ধ হইতে হইতে ইংলণ্ড হইতে বিস্তর সৈন্য বোম্বায়ে আর সেখান হইতে ভারতবর্ষের তাবত স্থানে প্রেরন করা যায়।

ইহা ব্যতীত এরূপ রাজা এতদ্দেশে কেহ নাই যে কেহ দুদিন কাল ইংরাজ দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন। সিন্ধিয়া, হুলকার, প্রভৃতি রাজ গণের অবস্থা অতি হীন, আবার তাহাদের সকলের দরবারে এক এক জন চৌকিদার স্বরূপ পলিটিকাল এজেণ্ট আছেন। এখন শৌর্য্য বীর্য্য যাহা কিছু আছে তাহা নেপালে, কিন্তু নেপালে ও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টে যখন বিবাদ হয়, তখন নেপালিয়ারা ১২ হাজার সৈন্যের অধিক রণক্ষেত্রে আনিতে সক্ষম হয় নাই। আবার এখন নেপালে যিনি রাজত্ব করেন, তাহার রাজ সিংহাসনে কিছু মাত্র দাবি নাই, কাযেই তাঁহার ইংরাজ দিগের খোশামোদ করিয়া চালতে হয়।

ইহা ব্যতীত আমরা প্রায় দেশ সমেত নিরস্ত্র হইয়াছি। সমস্ত বঙ্গদেশ কুড়াইলে পাঁচ সাত হাজার বাঙ্গালী কি কুড়ি পচিশ হাজার ঘোটক সংগ্রহ করা দুল্লভ। অতএব ইংরাজেরা স্বেচ্ছা পূর্ব্বক আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া না গেলে স্বধীনতার আশা করা বৃথা।

এই উপলক্ষে ইহার বিপরীত দিকে দেখাইতে প্রবত্ত হইলাম । গবর্ণমেণ্ট ইহাদে[illegible]মাদিগকে ধনাব[illegible] কিনা জানি না কিন্তু করা উ[illegible] যে সকল সুবিধার উল্লেখ[illegible] সীপাহি যুদ্ধের সময় সমুদয় [illegible] অনেক টা ছিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে একটী থাকিলে তাহারা জয়ী হইতে পারিত। সেটী ঐক্যতা। সকলের স্বার্থ এক রূপ হইলে সে স্বার্থ সাধন অনায়াসে হয়। যদি সীপাহিদের কি তাহাদের সাধ্য কারি গণের সকলের স্বাধীনতার নিমিত্ত যত্ন থাকিত তবে সীপাহিরা নিশ্চিত জয় লাভ করিত।

আমরা গত পত্রিকায় দেখাইয়াছি যে একজন ইংরাজে ১২৮৪ ভারতবর্ষিয়কে শাসন করিতেছেন। কোন একটী যুদ্ধ হইলেই এতদ্দেশীয় অপেক্ষা অধিক [illegible] ইংরাজ দিগের। বিশেষতঃ শুদ্ধ স[illegible] লাভ করিলেই দেশ রক্ষা করা [illegible]। ইংরাজ দিগের এদেশে যুদ্ধ করিতে [illegible]লেই বিস্তর ব্যয় পড়ে, এত ব্যয় তাঁহাদের ইউরোপে যুদ্ধ করিতে পড়েনা। যদি যুদ্ধ কোন দুর্বিপাকে অধিক কাল স্থায়ী হয় তবে শুদ্ধ দারিদ্র্যের নিমিত্ত ইংরাজ দিগের এদেশ ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু এসমুদয়ের নিমিত্ত ইংরাজ দিগের ভয় হইবার কারণ নাই। আসল কথা হইতেছে ঐক্যতা। যে দিবস ভারতবর্ষিয়েরা এক বাক্য হইবেন, সেই দিবস ইংরাজ দিগের এদেশ ত্যাগ করিতে হইবে। কবে এরূপ ঐক্যতা হইবে কি আদৌ কস্মীন কালে এরূপ ঐক্যতা হইবে কি না তাহা জগদীশ্বর জানেন। কিন্তু আমরা এপর্য্যন্ত বলিতে পারি এ ঐক্যতা হইতে দেওয়া না দেওয়ার কর্ত্তা ইংরাজেরা। অত্যাচারেই এরূপ দেশের মধ্যে এক বাক্য হয়।

গ্রাম্য চৌকীদারী সংক্রান্ত আইন।

আজ দশ বৎসরেরও অধিক হইল, গ্রাম্য চৌকীদারী সংক্রান্ত তর্ক বিতর্ক হইতেছে। আপাতত যে প্রণালীতে গ্রাম্য চৌকীদার কার্য্য করে ও বেতন পায় তাহা তত তুষ্টিকর নয়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে চৌকীদার দিগের নিমিত্ত চাকরান জমি আছে। কিন্তু ইহা[illegible] এই যা সুবিধা হয় যে, যে জমিদারের চাকরান জমি তাহারা উপভোগ করে তাহাদের সম্পূর্ণ করায়ত্বে তাহাদিগকে থাকিতে হয় সুতরাং ইহাদিগকে তাহার মন যোগাইয়া চলিতে হয়। আবার বাঙ্গালার চৌকীদারেরা এক রূপ গ্রামের চাকর গ্রাম্য লোকে হার করিয়া ইহাদের বেতন দেন, কিন্তু কোন চৌকীদার প্রায়ই তা

[illegible] ক্ষেত্রেতে [illegible] নিয়মিত রূপে পায় না, [illegible] দারেরাই তাহাদের বেতন [illegible] [illegible] কর্ম্মাধ্যক্ষ ও [illegible] [illegible] করে।

[illegible] চৌকীদারী প্রণালী [illegible] করিবার [illegible] [illegible] ব্যবস্থার [illegible] [illegible] [illegible] সময় [illegible] [illegible] ফৌজ [illegible] [illegible] পরিবর্ত্তন হইয়া, [illegible] থাকেন, সুতরাং চৌকী [illegible] [illegible] তাহারা [illegible] [illegible] পারেন নাই। কিন্তু ঐ সময় অ- [illegible] চৌকীদারী সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধা- [illegible] এবং অন্যান্য পুলিশের স- [illegible] একত্রীভূত করিবার নিমিত্ত অনুমোদন করেন। [illegible] [illegible] [illegible] বিরুদ্ধ মত ব্যক্ত করেন, সুতরাং গবর্ণমেণ্ট এই অনুরোধ অনুযায়ী কার্য্য করিতে অসম্মত হন।

গত বৎসর বাঙ্গালার লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর এই বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করিবার নিমিত্ত একটি কমিটি বসিবার আদেশ করেন। গত শনিবারে কমিটির মেম্বরগণ বেঙ্গাল কৌন্সলে ইহার এক পাণ্ডুলিপি প্রদান করিয়াছেন। আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম, চৌকিদারী প্রণালীর উন্নতির নিমিত্ত আমরা যে সকল উপায়ের উল্লেখ করিয়াছিলাম, কমিটির মেম্বরগণ তাহাই অনুমোদন করিয়াছেন। পাণ্ডুলিপিতে নিম্ন লিখিত বিষয় গুলির নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

প্রথম, দেশীয় তাবৎ চৌকীদারকে এক নিয়মাধীন থাকিতে হইবে এবং টাকা দ্বারা তাহাদের মাস মাস বেতন দিতে হইবে।

দ্বিতীয়, থানাদারী পুলিশ হইতে চৌকীদারদিগকে স্বতন্ত্র করা হইবে।

তৃতীয়, প্রত্যেক গ্রামে কি একত্রীভূত দুই তিন গ্রামে এক একটি পঞ্চায়েৎ থাকিবে। চৌকীদারেরা সম্পূর্ণ ইহাদের অধীন থাকিবে। ইহারা চৌকীদার নিযুক্ত করিবেন, তাহাদের কার্য্য পরিদর্শন করিবেন যাহারা অযোগ্য তাহাদিগকে বরতরফ করিবেন এবং মাসে যাহাতে ইহারা বেতন পায় তাহার উপায় করিবেন। পঞ্চায়েৎ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিবে।

জমিদারদিগকে তাহাদের জমীদারীর মধ্যে যে কোন কুকর্ম্ম করা হয়, তাহ রিপোর্ট করিতে হইবে।

সমালোচনা।

ধর্ম্ম সমন্বয়।

শ্রীজয়গোপাল বসু প্রণীত। শ্রীবিজয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। আমাদের [illegible] পুস্তক খানা পাঠ করিয়া মনে একটী [illegible] [illegible]। সমস্যাচের গ্রন্থ, গ্রন্থকারের দর্পণ স্বরূপ। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে গ্রন্থকারের [illegible] ভাব সমুদায় [illegible] [illegible]। [illegible] কথা [illegible] [illegible] [illegible] আর যেমন [illegible] [illegible] [illegible]। কিন্তু এপুস্তক খানি পাঠ করিয়া আমাদের বোধ হইয়াছে যে এমত পুস্তক অপেক্ষা গ্রন্থকার নিজে অনেক সরস। গ্রন্থকারেরা প্রায়ই চেষ্টা করিয়া থাকেন যে আপনা হইতে গ্রন্থখানি সরস করিবেন, কিন্তু এগ্রন্থকার নিজে যে রূপ লোক তাহা অপেক্ষা এ [illegible] [illegible] নীরস।

ফল গ্রন্থকার অপেক্ষা গ্রন্থখানি নিরস পাইয়া আমরা গ্রন্থের নিন্দা করিতেছি না, গ্রন্থকারেরই প্রশংসা করিতেছি। এপুস্তক খানির উদ্দেশ্য মহৎ। ডাক্তার বেরেলি প্রথমে এরূপ এক খানি প্রস্তুত করিতে প্রবর্ত্ত হন, এমন কি মুদ্রাঙ্কন পর্য্যন্ত করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু কোন কারণে তিনি উহা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। গ্রন্থকারের মনের ভাব এই যে সকল ধর্ম্মই প্রায় এক, সকল ধর্ম্ম দ্বারাই পরকালের [illegible] হইতে পারে। তিনি বলেন।

হিন্দু ও মুসমান ও ইংরাজী শাস্ত্রোক্ত লীলাকারীগণের পুরাবৃত্ত ঘটিত বৃত্তান্ত বিষয়ে পরস্পর যৎকিঞ্চিৎ অনৈক্য হউক না কেন, তাহাতে ধর্ম্মের ক্ষতি কি? আর পরস্পর এতৎকালে প্রচলিত হিন্দু ও মুসলমান ও ইংরাজী ধর্ম্ম পুরাবৃত্ত বৃত্তান্ত ঘটীত বৈষম্যই বা এমন অধিক কি, সমন্বয় করিলে পরস্পর হিন্দু মুসলমান ও ইংরাজী পুরাণউক্ত ইতিহাস ও বৃত্তান্ত সকল এক প্রকারে এই প্রকার অনুবোধ হয়, তবে তট্টীকার ও অর্থকারগন ভিন্নাকর ভাবে ভাবান্তর করিয়া থাকুন ও বলুন না কেন, কলে মূলে স্থূলে তাৎপর্য্য ও ফলার্থে একই আছে, তাহা পশ্চাল্লিখিত হইতেছে।

উপরের মত পোষকার্থে গ্রন্থকার হিন্দু শাস্ত্র, বাইবল, ও কোরাণ হইতে অনেক ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত উদ্ধৃত করিয়া পরস্পরের ঐক্যতা দেখাইয়াছেন, এরূপ অনেক স্থলে ঐক্য হইবারই কথা, কিন্তু আমাদের বোধে গ্রন্থকার এই সমুদায়ের সমন্বয় করিতে গিয়া সকল স্থানে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

মূল্যপ্রাপ্তি।

বাবু স্বরূপ চন্দ্র চক্রবর্ত্তি, রামপুর, ৭৬ সালের মাঘের শেষ ৮

বাবু প্যারি লাল গুপ্ত, মাদারীপুর ৭৭ সালের [illegible] জ্যৈষ্ঠের শেষ ১৹

বাবু মোহন চন্দ্র প্রামাণিক নাড়িয়া নগর ৭৬ সালের শ্রাবণের শেষ ৩।৹

বাবু দিগম্বর দত্ত শোভাবাজার কলিকাতা ৭৬ সালের মাঘের শেষ ১৹

বাবু হরি মোহন বসু রাজসাহী ৭৬ সালের মাঘের শেষ [illegible]

বাবু অভয় চরণ বাগচী, শান্তিপুর, ৭৬ সালের মাঘের শেষ ৸

বাবু রাম তনু গুপ্ত, ব্রাহ্মণ বাড়িয়া, ৭৬ সালের মাঘে শেষ ৷৹

বাবু ছত্র ধর ঘোষ, কাটিখাড়া, ৭৬ সালের অগ্রহায়ণে শেষ ২৹

বাবু লক্ষ্মী নারায়ণ বসু, চিতপুর, ৭৭ সালের আষাঢ়ের শেষ ৷৹

বাবু শ্যামাচরণ রায়, কাটীপাড়া ৭৬ সালের পৌষের শেষ ৩

বাবু গদাধর দাস মুক্তাগাছা ৭৬ সালের মাঘের শেষ ৮

বাবু জয় গোপাল চৌধুরী মনিপুকুর ৭৬ সালের মাঘের শেষ ৮

বাবু উমেশ চন্দ্র সেন বরাহনগর ৭৬ সালের মাঘের শেষ ৮

সংবাদাবলি।

—লক্ষ্মীপাশা হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন—পরম্পরায় শ্রুত হইলাম লোহাগড়া থানার সব ইনেস্পেক্টর বাবু পুলিনের নূতন বন্দবস্তে একেবারেই কর্ম্মচ্যুত হইতেছেন, তাঁহার স্থানে আর এক জন আসিতেছেন, কিন্তু এটী যদি সত্য হয় তবে একটী ঘোর অত্যাচার করা হইবে। ঐ সব ইনেস্পেক্টর বাবু রাজ মোহন বসু পুরাতন পুলিশ অবধি বহু দিন সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিতেছেন। ইনি এথানায় আসিয়া অবধি যত গুলি মকর্দ্দমা তদারক করিয়াছেন তাহা প্রায়ই সাজা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার উৎকোচ গ্রহণ করা দূরে থাকুক কাহার নিকট ইনি একটী পানের বাঁটাও গ্রহণ করেন না॥ এই যে সমস্ত কথা লিখিত হইল এবিষয়ে যদি সাধারণের মত গ্রহণ করা হয়, তবে প্রত্যেক ব্যক্তিই এক বাক্য হইয়া ইহার যথার্থতা সপ্রমাণ করিবে॥

—সম্প্রতি জাপানের রাজধানী জেডোতে আগুন লাগিয়া এক হাজার গৃহ পুড়িয়া গিয়াছে।

—অর্দ্ধ শতাব্দি পর্যন্ত সুমাত্রা দ্বীপের [illegible] নামক আগ্নেয় গিরি নির্ব্বাণ ছিল॥ সম্প্রতি উহা হইতে অগ্ন্যুৎপাত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

—বেঙ্গাল গবর্ণমেণ্ট হিন্দু উইডজ বিল সম্বন্ধে দেশীয় প্রধানং ব্যক্তির মত চাহিয়াছেন॥ পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহ নিষেধের বিরুদ্ধে মত ব্যক্ত করিয়াছেন॥

—সার হারবার্ট ম্যাডক সাহেব লীলা সংবরণ করিয়াছেন॥ ইনি বাঙ্গালীদের বিশেষ বন্ধু ছিলেন॥ ১৭৯২ অব্দে ইহার জন্ম হয় এবং হেলীবারীতে ইনি শিক্ষিত হন॥ ১৮২৯ অব্দে ইনি লক্ষ্ণৌয়ের পলিটিকাল এজেণ্ট নিযুক্ত এবং ১৮৩৩ অব্দে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারীর পদ ইহাকে দেওয়া হয়॥ ১৮৪০ অব্দে বাঙ্গলার ডেপুটী গবর্ণর ইনি হন॥ পরে তিনি পারলিয়ামেণ্টে প্রবেশ করেন।

—আমরা এক খানি অনুষ্ঠান পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, উহা সর্ব্ব সমেত গৃহীত হইলঃ—

"… নারীজাতির মুখ স্বরূপ বঙ্গমহিলা নামী একখানি পাক্ষিক পত্রিকা ১২৭৭ সালের বৈশাখ মাস হইতে বঙ্গদূতের আকারে প্রতিপক্ষে দুই ফরমা করিয়া প্রকাশিত হইবে। মাসিক মূল্য তিন আনা এবং অগ্রিম বার্ষিক ২ টাকা মাত্র। বিদেশীয় গ্রাহক গণকে ডাকমাসুল দিতে হইবে না, আমরাই মাসুল দিয়া তাঁহাদের নিকটে পত্রিকা প্রেরণ করিব; কিন্তু অগ্রিম মূল্য না পাইলে বিদেশে পত্রিকা পাঠাইতে পারিব না॥ যাঁহারা গ্রাহকশ্রেণী ভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আপনাপন নাম ধাম এবং অগ্রিম মূল্যাদি বঙ্গমহিলা পত্রিকার সহকারি সম্পাদক, ওরিএন্টেল ডিস্পেন্সারির সম্মুখস্থ দ্বিতালা বাটী, ওয়াটগঞ্জ রোড, খিদিরপুর এই শিরোনামে পাঠাইলে আমরা পাইব॥ কাহারো বিয়ারিংপত্র কখন গৃহীত হইবে না॥

বঙ্গমহিলা পত্রিকা সকল সমাজেরই স্ত্রী জাতির সাধারণ সম্পত্তি॥ তাঁহাদের মধ্যে যে কেহ ইচ্ছা করিলে, নারীজাতির উন্নতি বিষয়ক প্রস্তাব লিখিয়া উহাতে প্রকাশ করিতে পারিবেন॥ ঐ পত্রিকা বামাজাতির দূতস্বরূপ হইয়া তাঁহাদের স্বত্বরক্ষার্থ বিশেষ রুপে যত্নবতী হইবে। উহাতে অবলাদের হিতকর বিষয়, দেশের ও সমাজের মঙ্গলজনক প্রস্তাব এবং সাময়িক সমাচারাদি প্রচার করা যাইবে।

বঙ্গমহিলা সম্পাদিকা যদিও হিন্দু সমাজের লোক, তথাপি তিনি সকল সমাজের স্ত্রীজাতির প্রতি প্রীতিনেত্রে নিরীক্ষণ করিবেন॥ সমাজগত প্রভেদ বলিয়া ভ্রমেও কাহাকে দ্বেষ করিবেন না।

বঙ্গমহিলাসম্পাদক।"

—কাঁচের ফাটাবদ্ধকরণ।—কাঁচের বাসনের যে স্থান ফাটিয়া যাইতেছে সেই স্থানে উপযুক্ত লিনেন বস্ত্রে ডিম্বের লাল মাখাইয়া ও তাহাতে সূক্ষ্ম চুণের গুড়া দিয়া সেই ফাটা স্থানে চৌস্ত করিয়া ঐ সরু লিনেন বস্ত্র বসাইয়া দেও॥

সমভাগে শিরীষ সফেদাও অণ্ডলাল মিশ্রিত করিয়া বা রশুনের রস ভাঙ্গা স্থানে দিয়া ঐ ভঙ্গ পাত্র জুড়িলে এবং ঐ আঠা সাবধানে প্রস্তুত করিলে কোন দাগ থাকে না॥

বাখরগঞ্জ জেলার এক ব্যক্তির ২ বৎসর ম্যাদ ও ৫০ টাকা জরিমানা হইয়া ছিল॥ সে জেল হইতে পলাইয়া ৩ মাস পরে মাজিষ্ট্রেট সাহেব নিকট হাজির হয় এবং জরিমানার টাকা দাখিল করে॥ সে বলে যে ম্যাদ হওয়ার পুর্ব্বে আমার একটী সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল॥ এই দুই বৎসর মধ্যে তাহা আরো সঙ্গে হইয়া যাইত॥ আর পলাইয়া না গেলে জরিমানার টাকা ও সংগ্রহ করা হইত না॥ এই জন্য আমি পালাইয়াছিলাম॥ লোকটী বড় বাপু।—ঢাকাপ্রকাশ॥

—বনগ্রাম উপবিভাগের অন্তর্গত গোপালনগরের এক জন কপালির স্ত্রী এক ব্যক্তির সহিত কুক্রিয়া করিয়াছিল। উপপতির পরামর্শে স্ত্রীলোকটি স্বামীকে চারিটী বিষাক্ত সন্দেশ খাইতে দেয় কিন্তু ঐ ব্যক্তি বলিল তুমি রন্ধন কর আমার হাটে যাইতে হইবে। আমি ক্ষেত্র হইতে আসিয়া সন্দেশ খাইব। কুলটা ঐ সন্দেশ এক পাত্রে রাখিয়া স্নান করিতে গেল। ইতিমধ্যে উপপতি আসিয়া সন্দেশ দেখিয়া ভাবিল তাহারই নিমিত্ত তাহা রাখিয়াছে সে তিনটী ভক্ষণ করিয়াছে এমত সময়ে স্ত্রীলোকটী প্রত্যাগমন করিল॥ কিন্তু ঐ তিন সন্দেশেই তাহার প্রাণ নষ্ট হইয়াছে॥ কৃষক প্রত্যাগমন করিয়া সমুদায় অবগত হইয়া এক ঝাকা করিয়া শবটী স্থানান্তরে রাখিয়া আইসে॥ কিন্তু তাহা প্রকাশ পাইয়াছে॥ ইহাদিগের বিচার হইতেছে॥ পরমেশ্বর কুচক্রীকে নিজের চক্রে নিক্ষেপ করেন এটী তাহার প্রমাণ॥

—উচ্চতর শিক্ষা উঠাইয়া দেওয়া লইয়া কলিকাতায় মহা গোল উপস্থিত হইয়াছে। গোল হইবার কথাও বটে। বেঙ্গাল গবর্ণমেন্ট আমাদের সাপক্ষ বটেন, কিন্তু যখন প্রধান গবর্ণমেন্ট এরূপ বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, তখন আমাদের অদৃষ্টে কি আছে বলা যায় না। সম্প্রতি লেপ্টনান্ট গবর্ণর, ডাইরেক্টর ও উড্রো সাহেবের সমভিব্যাহারে পেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র সংখ্যা কত, কত জন অধ্যাপক, কত জন শিক্ষক, তাহাদের বেতন কত. ইত্যাদি বিশেষ করিয়া জানিয়া আসিয়াছেন॥ অবশেষে নর্ম্মাল ইস্কুলে গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন যে তথাকার ইংরেজী-বিভাগ উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে কি না।

—কিছু দিন হইল, আলজিরাতে একটি কৌতুহল ঘটনা হইয়া গিয়াছে। একটি যুবতীর বিবাহ উপলক্ষে তাহার মাতার সম্মতি লওয়ার আবশ্যক হয়। যে গবর্ণমেন্ট কর্ম্মচারীর সম্মুখে বিবাহ হয়, তিনি তাহার মাতাকে তাহার নিকট আহ্বান করেন। খাদের স্বরে এক জন সৈনিক পুরুষ বলিয়া উঠিলেন "মহাশয়, আমি আসিয়াছি" কর্ম্মচারী তাহাকে মাতার প্রতিনিধি ভাবিয়া বলিলেন, "প্রতিনিধি দ্বারা এ কাজ হইবে না, মাতার স্বয়ং উপস্থিত হইতে হইবে" সৈনিক পুরুষ একটু হাসিয়া বলিলেন "আমিই সেই মাতা" এবং ইহা বলিয়া কয়েক খানা সাটিফিকেট প্রদান করিলেন। কর্ম্মচারী উহা পাঠ করিয়া দেখেন যে ঐ ব্যক্তি সত্যই স্ত্রী লোক, তিনি অনেক যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন, এবং অবশেষে তাহাকে সারজেন্টের পদ দেওয়া হইয়াছে। কর্ম্মচারীর কাজে কাজেই বিবাহ সম্পন্ন করিতে হইল;

—আনন্দ দাস রাম সন্ন্যাসীর স্মরণার্থ কচেরাও তাহার সমাধির উপর একটী মন্দির স্থাপিত করিয়াছেন। উহার নাম আনন্দ দাস রাম ধর্ম্মশালা দেওয়া হইয়াছে।

—উপদংশ পীড়া নিবারণের আইন লইয়া ইংলণ্ডে মহা গোল যাইতেছে: অনেক গুলি ভদ্র মহিলা উহা রহিত করার মানসে আবেদন করিয়াছেন। এই আবেদন পাঠ করিয়া রেবারেণ্ড মরিস সাহেবের মত ফিরিয়া গিয়াছে। তিনি বলেন, উক্ত ভদ্র মহিলাদের আবেদন পাঠে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, এই আইন প্রচলিত হওয়াতে দোষী ব্যক্তির সহিত নির্দ্দোষী ব্যক্তিদেরও অনেক সময় অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে, যাহারা প্রকৃত দোষী তাহাদেরও অবস্থা আরো মন্দীভূত হইবে এবং কয়েক জন দোষীর নিমিত্ত আমরা সমুদায় স্ত্রী জাতিকে ক্ষতিগ্রস্থ করিতেছি! যখন কলিকাতায় এই আইন প্রচলিত হয়, তখন ইহার বিরুদ্ধে আমরাও এই যুক্তি গুলি দেখাইয়া ছিলাম।

—এক রূপ নিশ্চিত জানা গিয়াছে, ডিউক অব এডিনবরা আর কলিকাতা মুখ আসিবেন না॥ মধ্য ভারতবর্ষ হইতে তিনি মান্দ্রাজ যাইবেন এবং সেখান হইতেই তাহার জাহাজ ভাসাইবেন

—প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিসনার জাক্সন সাহেব ছুটী লইয়াছেন। হোরেস কক্রেল সাহেব তাহার স্থানে প্রতিনিধি হইবেন।

—সম্প্রতি লক্ষ্ণৌএ একটি নুতন ধরণের মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে॥ এক জন মুসুলমানের স্ত্রী খৃষ্টান হইয়া তাহার স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া যায়॥ মুসলমান তাহাকে পুন প্রাপ্তির দাবি করে। কোর্ট দাবি গ্রাহ্য করিয়াছেন!

— সংপ্রতি ছোট নাগপুরে অত্যন্ত ব্যাঘ্রোপদ্রব হইয়াছে। সারজন, রেধা, ও দিসিপিরিতে এক দিনে ২ টী স্ত্রী লোক, ২টী বালক, ও তিনটী পুরুষ হত হইয়াছে। রাঞ্চি নামক স্থানে ইতিমধ্যে ৩ জন লোক বাঘে খাইয়াছে। ছিন্দি ও তেসার দুটি সবডিবিসনে গতসন সর্ব্ব শুদ্ধ ৬২ জন লোক ব্যাঘ্র দ্বারা নষ্ট হইয়াছে॥ তত্রত্য ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট কিং সাহেব গবর্ণমেণ্টে ২০০ টাকা প্রর্থনা করেন। গবর্ণণ্ট মঞ্জুর করিয়াছেন, এবং অনেক গুলি দেশীয় শিকারী নিযুক্ত হইয়া কতকটি বাঘ মারিয়াছে॥

—জব্বলপুর ক্রানিকল বলেন যে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে বড় রিউয়ার নিকটে একটী রেলওয়ে দুর্ব্বিপাক হইয়া গিয়াছে॥ দুই জন দেশীয় ফায়ারম্যান হত ও কয়েক জন ইউরোপীয় আহত হইয়াছেন॥ নরসিংহ নগরের সিবিল সার্জ্জন ডাক্তার রেটনের মাড়ি একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে॥ লাইনে এক খানা ছোট গাড়ী পড়িয়া থাকে, এঞ্জিন খানি তাহার উপর উঠাইতে এই রূপ দুর্ঘটনা হইয়াছে॥

—গত শনিবারে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ হইয়া গিয়াছে॥ ভাইছ-চান্সেলর একটি উত্তম বক্তৃতা দিয়াছিলেন॥

—সিন্ধিয়ান বলেন, হাইদ্রাবাদে সকলে ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছে। কর্তৃপক্ষরা এরুপ একটী ঘোষণা দিয়াছেন যে এক রেজিমেন্ট দেশীয় সৈন্য বরতরফ হইবে, সুতরাং চুরি ডাকাইতি, ও সেই সঙ্গে২ মন্বান্তরা হওয়ার সম্ভব॥ অতএব যাহার যে সম্পত্তি থাকে, তাহা তিনি সাবধান করিয়া রাখিবেন, গবর্ণমেন্ট এই সংক্রান্ত নালিশ গ্রহণ করিবেন না॥ নিয়ম বহির্ভূত অঞ্চলে এই রূপ রাজত্বই বটে॥

—শুনা যাইতেছে, আমীর সের আলী তাহার কনিষ্ঠ পুত্র সর্দ্দার আবদুল্লা জানকে উত্তরাধিকারী করিবার মনস্থ করিয়াছেন॥ তাহা হইলে যাকুব খাঁ অবশ্য তাহার স্বত্ব রক্ষার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন এবং কাবুলে পুনরায় রক্তের স্রোত প্রবাহিত হইবে।

—লক্ষ্ণৌয়ের তালুকদারেরা ডিউক এডিনবরাকে একটী ভোজ দিয়াছিলেন। অযোধ্যার ভূতপূর্ব্ব রাজার প্রসিদ্ধ পাচকগণ এই খানা প্রস্তুত করে।

—লোহাগড়া থানার অন্তর্গত পাঙ্কার চর নামক গ্রামে একটী গাভীর একটী বাছুর হয় তাহার দুই মস্তক হইয়াছিল। সম্প্রতি জয়পুরে ও ঐরুপ একটী অদ্ভুত বাছুর হইয়াছে॥

—উক্ত প্রদেশে মধ্যে২ ব্যাঘ্রের ভয় আরম্ভ হইয়া থাকে॥ সম্প্রতি দুইটী ব্যাঘ্র ব্রহ্মন্যনগর গ্রামে পাখীমারা কলে পতিত হইয়া, অঞ্চত প্রাপ্ত হইয়াছে॥

[illegible] অভ্যর্থনার্থে অনেক রাজ্য
[illegible] লেন ॥ সকলেই তাহাকে বিস্তু
[illegible] অধিক মূল্যের ভেট
[illegible] কাশ্মীরের মহারাজা
[illegible] এক যোড়া শাল
[illegible] তাহা গ্রহণ করিতে
[illegible] উহা মহারাণী ভিক্টরিয়া
[illegible] দেওয়া হইয়াছে ॥
[illegible] জেনারল কলিকাতা
[illegible] ॥
[illegible] উকের স্মরণার্থে বোম্বাই
[illegible] লক্ষ টাকা রাখিয়াছেন ॥
[illegible] তাহা ব্যয়িত হইবে ॥
[illegible] মুখোপাধ্যায় প্রকৃতই হাই-
[illegible] গবর্ণমেন্ট উকীল হইয়া-
[illegible] গেজেটে উহা প্রকাশিত
হইয়াছে ।

[illegible] লক্ষের
[illegible] লইতেছেন
[illegible] বাবু রাধা
[illegible] ক্ত হইতে-
[illegible] ।

[illegible] ন্ট ।

জমিদার ও গ [illegible] তদুভয়ের পরস্পর
স্বত্ব ও অধিকার [illegible] ই বিবাদ হইতেছে ।
জমিদারের কতদূর [illegible] গবর্ণমেন্টের কতদূর
অধিকার, জমিদার [illegible] রিতে পারেন, গবর্ণ
মেণ্ট জমিদারের [illegible] দূর গ্রহণ করিতে
পারেন । কোনং [illegible] র্ণমেণ্ট জমিদারের
নিকট হইতে [illegible] কি২ পারেন না,
জমিদারই বা কি [illegible] বর্ণমেণ্ট সন্নিধানে
প্রার্থনা করিতে পা [illegible] রূপ শত২ প্রশ্ন
প্রতিদিন উত্থাপিত [illegible], কিন্তু মীমাংসিত
হইতে দেখা যায় না [illegible] গবর্ণমেণ্ট এরূপ
দুই একটী কার্য্য ক [illegible] যাহা জমিদারগণ
অন্যায় বলিতেছেন, [illegible] বা জমিদারেরা এরূপ
দুই একটী আপত্তি [illegible] ছেন যাহা ন্যায় সঙ্গত
[illegible] হে । এই গোলমালে [illegible] মধ্যে পড়িয়া প্রজারা
অনেক সময়ে কষ্ট [illegible] তেছে । গবর্ণমেণ্ট যাহা
জমিদারেদের স্কন্ধে [illegible], তাহারা তাহা প্রজার
স্কন্ধে অবস্থাপিত করেন । গবর্ণমেণ্ট মনে করিলেন
জমিদারগণ উহা [illegible] ন্ন করিলেন কিন্তু প্রজার
সর্ব্বনাশ হইল । [illegible] মেণ্ট রথ্যাকর স্থাপন করুন
আর শিক্ষা করই প্রবর্ত্তন করুন যদি জমিদারে
দের আদ্যন্ত অনুসন্ধান না করেন, তাহাতে
প্রজার দুঃখ দিন২ গুণিত করা হইবে । সামান্য নিম্ন প্রজাগণ যে জমিদারের বিরুদ্ধে রাজ দ্বারে গমন করিবে তাহা আশা করা অসম্ভব, তাহাদিগকে প্রতি দন্দিত পরাঙ্মুখ হইয়া পরিশেষে অগত্যা সম্মত হইতে হইবে, নতুবা জমিদারের চিরকোপানলে তাহ পুত্র পৌত্রাদি ভস্মীভূত হইবে । গবর্ণমেণ্ট জমিদারের উপর কোন কর কখন সংস্থাপন করেন যদি এই মনে করিয়া ক্ষান্ত থাকেন যে জমিদার স্বীয় কোষ হইতে তাহা প্রদান করিতেছেন তাহা হইলে একটী মহা অনিষ্টের বীজকে অঙ্কুরিত হইতে দিলেন । এরূপ কোন অনুসন্ধান প্রবর্ত্তন করা উচিত যে ঐ দাতব্য বস্তুতঃ কাহার কোষ হইতে বিনির্গত হইতেছে, জমিদার [illegible] কোন সূত্রে প্রজার উপর পীড়ন করিয়াছেন কি না । ইহা না করিলে গবর্ণমেণ্ট কেবল স্বীয় কল্যাণই সর্ব্বস্ব করিলেন প্রজার বা দেশের কল্যাণ বিস্মৃত হইলেন ।

আমাদের গবর্ণমেণ্ট বন্ধুতার সহিত কার্য্য সাধন করিতে অবগত নহেন । তাহাদের সকল বিষয়ে কেবল কর, শুল্ক প্রভৃতি রাজ নৈতিক শব্দই শ্রুত হয় । যদি তাহারা এই কয়েকটী কথা ছাড়িয়া বন্ধুতা ভাবে কার্য্য করেন, দেশেরও মঙ্গল হয়, জমিদারেরাও অর্থ দান করেন । বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে দেখিলে এই উপায় দ্বারা অধিক কার্য্য হইতে পারে । তাহারা যদি এরূপ উৎসাহ প্রদর্শন করেন যে যে সমস্ত জমিদার স্ব২ অধিকার মধ্যে উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়, প্রশস্ত পথ জলাশয়াদি সংস্থাপন করিবেন তাহারা "ষ্টার" বা অন্য কোন উপাধি প্রাপ্ত হইবেন, তাহা হইলে বিদ্যালয়ে, চিকিৎসালয়ে, রাজ পথ প্রভৃতিতে দেশ পূর্ণ হইয়া যায় । জমিদারের নিকট দুই প্রকারে কার্য্য সাধন হয় ভয় দ্বারা ও প্রলোভন দ্বারা । [illegible] সাধন ভয় দ্বারা কার্য্য [illegible] করিতে হয় কিন্তু প্রলোভন দ্বারা লইলে সে আশঙ্কা নাই ।

হায় জমিদারগণ কবে স্বদেশের প্রতি মমতাবান হইবেন । কবে তাহারা ইংরাজদের অনুকরণ করিবেন । তাহাদের এত ঐশ্বর্য্য থাকিতে তাহারা এরূপ জড় প্রায় কেন ? তাহারা যদি স্বয়ং নিজ ইচ্ছায় এই সকল দেশ হিতকর কার্য্য নিযুক্ত হয়েন, গবর্ণমেণ্টকে করস্থাপন করিতে হয় না । তাহারা আপনার ইচ্ছায় ও করিবেন না এবং গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিলে দশশালার বন্দ বস্তের ভয় দেখাবেন । বস্তুতঃ রাজ্য শাসন বিষয় কোন একটী প্রতিজ্ঞা চিরকাল পালনীয় হইতে পারেনা সুতরাং বিবেচক রাজার কোন প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হওয়া উচিত নহে ॥ এই প্রতিজ্ঞা মাত্র করা সর্ব্বক্ষণ বিধেয়—"দেশের মঙ্গল সাধন করিব,,। নতুবা কোন শুল্ক চিরকাল রাখিব কোন নিয়ম চিরকাল পালন করিব তাহা বাক্য বদ্ধ হইবার উপায় নাই ॥ যাহা হইতেছে পুনর্ব্বিবেচনা পর্য্যন্ত তাহা নিয়ম, পরে যাহা হয় হইবে ॥ যদি বিশুদ্ধ ধর্ম্মনীতির আশ্রয়ীভুত হইয়া রাজ্য শাসন করা যায় তাহা হইলে কোন ভয় নাই, দেশেরও মঙ্গল হইবে আর স্বার্থকর ব্যক্তিদের সঙ্গে সে নিয়ম কষ্ট দায়ক ॥ জমিদারদের এই ইচ্ছা যে গবর্ণমেণ্ট তাহাদের নিকট এরূপ একটী প্রতিজ্ঞা করেন যে তাহাদের নিকট আর কিছু লইবেন না, কোন দেশ হিতকর বা অন্য বিষয় তাহাদিগকে অর্থ দিতে হইবেনা তাহা হইলে তাহারা বড় সন্তুষ্ট থাকেন ॥ কিন্তু আশ্চর্য্য ! তাহারা প্রজার নিকট শত২ উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করেন, যাহা কোন আইনে নাই, ধর্ম্মনীতিতে নাই । অদ্য দেশে মাজিষ্ট্রেট সাহেব আসিলেন জমিদার তাহার জন্য অর্থ ব্যয় করিলেন, কিন্তু ঐ অর্থ প্রজা দিবে । মাঙ্গট হইল প্রত্যেক প্রজা কিছু২ করিয়া ঐ অর্থ পূরণ করিল ॥ সম্বৎসরের মধ্যে জমিদারী মধ্যে যাহা অতিরিক্ত ব্যয় হইবে তাহা ঐরূপ মাথট দ্বারা প্রজার স্কন্ধে সংস্থাপিত হইবে ॥ জমিদারেরা যদি প্রজার উপর এরূপ পীড়ন করিতে পারেন এবং তাহা অন্যায় না হয়, তবে গবর্ণমেণ্ট তাহাদের নিকট এক পয়সা চাহিলে দশ সালার বন্দবস্ত ভয় দেখান কেন ?

আমরা শুনিয়াছি কোন কোন জমিদার তাহাদের পক্ষে একজন সম্পাদক রাখিবেন । তিনি তাহাদের হইয়া যুদ্ধ করিবেন ॥ ভারতবর্ষে এরূপ অন্নদাস থাকিতে পারে যে অর্থের জন্য এরূপ কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারে ॥ জমিদারগণ ভীত হয়েন কেন ? তাহারা জানেন যে তাহারা অত্যাচার করেন, এবং কোন অত্যাচার এখন গোপন থাকিবার উপায় নাই, সুতরাং একটা উপায় করা আবশ্যক । আমরা জানি অনেক জমিদার এখনো পাড়া গাঁয়ের মাজিষ্টার । এখনো তাঁহারা প্রজাদের সকল বিষয়ের মকদ্দমা করিয়া থাকেন, অনেকে নিয়মিত কাছারী করিয়া থাকেন এবং আসামী ফরিয়দির দণ্ড ও বিধান করেন । অর্থ দণ্ড এবং কোন কোন সময়ে কারারুদ্ধাদেশ হইয়া থাকে ॥ এই অত্যাচারে তাহাদের দেশের [illegible] যদি তাহারা সম্পাদক রাখেন তবে প্রজার দুখের কথা বলিবার আর শেষ নাই ।

গবর্ণমেন্ট যদি জমিদার গণের উপর বিশেষ দৃষ্টি না রাখেন, তবে প্রজার অনিষ্টের আর অবধি থাকিবে না ॥ সকল সম্পাদ পত্রে জমিদার দিগের বিরুদ্ধে যাহা লিখিত হয় তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক যেহেতু প্রজাদিগের দুঃখ জ্ঞাপন করিবার আর অন্য উপায় নাই ॥ সম্বাদ পত্রই তাহদের একমাত্র বন্ধু, একমাত্র সুহৃদ ॥

এক দিকে জমিদারেরা যেরূপ সম্বাদ পত্র চালাইবার কল্পনা করিতেছেন, সেই রূপ প্রজা দিগের পক্ষে স্থানে স্থানে নুতন সম্বাদ পত্র প্রচারিত হওয়া আবশ্যক ॥ প্রত্যেক জেলায় অন্ততঃ এক খানি সম্বাদ পত্র হওয়া আবশ্যক । সুশিক্ষিতগণ একত্র হইয়া এই রূপ এক২ খানি পত্রিকা স্থানে স্থানে প্রচার করিবার চেষ্টা করুন । তাহা হইলে জমিদার দিগের অত্যাচার হ্রাস হইবে এবং তাহাদের সকল দুরভিসন্ধি নিস্ফল হইবে ।

হাইকোর্টের নজীর ।

মাল সংক্রান্ত ।

—সম-শ্রেণীর ভূমাধিকারীর অধীনে জোৎ রাখে বলিয়া রাইয়তেরা যে কাজেই সম-শ্রেণীর প্রজা হইল তাহা নহে । ১২ উঃ রিঃ ১০২ পৃষ্ঠা ।

—ভোগাধিকারী কোন প্রজা পাট্টা বিলি করিতে পারে এবং তাহার পাট্টাদারান সেই পাট্টার শর্ত্তানুসারে ভূমি গুলি ভোগ করিতে পারে । তাহাতে জমীদারের নিজ প্রজা যাহা দিতে এক বার করিয়াছে তদ্ব্যতীত আর কিছু সেই জমীদার পাইতে পারিবে না ।

যদি বা জমীদারের এই বিবেচনা হয় যে, সেই রাইয়ৎ লুকাইয়াছে, তথাপি আইনোক্ত উপায় অবলম্বন না করিয়া সে ব্যক্তি সেই ভূমি প্রবেশ করিতে পারিবে না । ১২ উঃ রিঃ ১১০ পৃষ্ঠা ।

—যেস্থলে খাজানা বৃদ্ধির নিমিত্ত ডিক্রীর উপর কৃত যে আপীলে অধঃস্থ আদালত দেখিলেন যে, প্রতিবাদী দায়ী না হওয়া সম্বন্ধে প্রমাণ দিতে পারে না, সে স্থলে অবধারিত হইল যে অধঃস্থ আদালতের ধার্য্য করা হার ন্যায্য কি না এবং এরূপ হার হয় কি না যে, তাহা বাদী ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১৭ ধারানুসারে পাইতে পারে, এ বিষয়ে তাঁহার তদন্ত করা উচিত ছিল । ১২ উঃ রিঃ ১১১ পৃষ্ঠা ।

—নূতন বিচারার্থে ওয়াপসের হুকুম হইলে প্রথম নিষ্পত্তি নষ্ট হওয়া ও সমুদায় মোকদ্দমা পুনঃখোলা বুঝাইবে ।

১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১৩ ও ১৫ ধারার

সহিত ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫১ ধারা একত্রে পাঠ করিলে জানা যাইবে যে, খাজানা বৃদ্ধির নিমিত্ত কোন দাবির অগ্রে কোন অধীন তালুক দারের স্থলে কোন রকম নোটিসের আবশ্যক হয় না, কিন্তু সেই ধারামতে কোন মোকদ্দমাতে কৃতকার্য্য হইতে গেলে তল্লিখিত তিনটি হেতুর মধ্যে কোন না কোন হেতুর অনুরোধে সে যে খাজানা বৃদ্ধি করিতে উদ্যত আছে তাহা তাহার দেখাইতে হয়। ১২ উঃ রিঃ এক শত বারো পৃষ্ঠা।

—মৃত পাটওয়ারি যে সকল খাজানা আদায় ওয়াশীল করিয়া লয় তাহার নিমিত্ত জমীনের বিরুদ্ধে কোন কুঠীর সরবরাহকার-কৃত মোকদ্দমাতে প্রতিবাদী তমাদির ওজর দেয়।

অবধারিত হইল যে, আইনে যে সনে তাহাকে নাশিল আনিতে দেয় সেই সন যে তারিখে জমীনের নিকট তাহার হিসাবের অবস্থা অবগত হইল সেই তারিখ হইতে গণনা করিতে বাদীর অধিকার থাকিবে না। যদি কোন ব্যক্তি নিজ অমনোযোগ প্রযুক্ত আপনার হিসাবের অবস্থা অজ্ঞাত থাকে তবে ১৮৫৯ সালের দশ আইনের ৩৩ধারার লাভ ভোগ করণের কোন দাবি সে [illegible] করিতে পারিবে না। বারো উঃ রিঃ ১১৬ পৃঃ।

—কোন কোপা হকুক উচ্ছেদ করিয়া প্রজাকে বেদখল করিবার যে স্বত্ব সরকারী বাকি খাজানার [illegible] রাখে তাহা, সেই হকুক ১৮৫৯ সালের ১১ আইনে ৩৭ ধারার কোন প্রকরণ দ্বারা রক্ষা পায় কি না এবং সেই প্রজা ভোগাধিকার পাইয়াছে কি না, এই বিষয়ের উপর [illegible] রাখিবে। যদি প্রজা ঐ রূপ অধিকার প্রমাণ করিতে পারে তবে ৩৭ ধারা মতে তাহাকে বেদখল করা যাইবে না। বারো উঃ রিঃ এক শত [illegible] পৃষ্ঠা।

—ডিক্রীজারী করণের দরখাস্ত মতে আইনক্রমে ডিক্রিজারী সজীব রাখিতে ডিক্রীদার কোন ফ[illegible] উপায় অর্থাৎ কার্য্য অবলম্বন করিয়াছে কি না, ইহা দেখিয়া তমাদির বিষয় বিচার [illegible] সেই ব্যাপারে আদালত এলাকা [illegible] কার্য্য করিলেন অবধারিত করা যাইবে। [illegible] উঃ রিঃ এক শত উনত্রিশ পৃষ্ঠা।

—[illegible] কি অপর অভিযোগের পোষকতায় কোন [illegible] প্রমাণ না পাওয়া সম্বন্ধে যদবধি [illegible] হাকিমের ও সেশন জজের সন্তুষ্টি না জন্মিবে, তদবধি ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ২১ ধারা অনুসারে বিকল্প বিচার করা যায় [illegible] দুইটি এজহার পরস্পর বিরুদ্ধ না হয় কিম্বা যদি একটি এজহারে অপবাদিত ব্যক্তি [illegible] কথা বল, তখন মিথ্যা কথা বলিবার মোকদ্দমাতে ঐ রূপ বিচার করা যাইবে। বারো উঃ রিঃ এগারো পৃষ্ঠা।

—অপবাদিত ব্যক্তির সম্পত্তি সদা সর্ব্বদা চুরি যাইত, সে ব্যক্তি যে স্থলে সেই দ্রব্য চৌকি দিবার নিমিত্ত লাঠি হাতে করিয়া বাহিরে যায় এবং চোরকে সেই লাঠির বাড়ি মারিবাতে সেই চোর তাহাতে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, সে স্থলে সেই লাঠির ঘা ও অপবাদিত ব্যক্তির পরের আচরণ দেখিয়া অবধারিত করা গেল যে, এই মোকদ্দমা [illegible]বিধি আইনের ৯৯ ধারার চতুর্থ বর্জন মধ্যে পড়িতেছে না এবং জ্ঞানকৃত হত্যা নহে, এরূপ [illegible] নর হত্যার অপরাধে দোষী হইল না [illegible] ও ১০৪ ধারা ক্রমে রক্ষা পাইল, কেন না [illegible] সম্পত্তি দ্বারাও যে প্রকার রক্ষা করিবার অধিকার থাকে তদতিক্রম করিল না। বারো উঃ রিঃ পনর পৃষ্ঠা।

আমরা প্রাচীন বাঙ্গলা কবি দিগের গ্রন্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক খণ্ড ক্রমে প্রকাশ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি। বিষয়টী বহুব্যয় সাধ্য, কিন্তু দেশের মহৎ উপকারী॥ সংপ্রতি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সটিক, ও সমালোচনা সহ প্রকাশিত হইবে। মূল্য স্বাক্ষর কারীদের প্রতি ১ টাকা অন্যূন ২০০ গ্রাহক হইলেই মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ হইবে। গ্রহণেচ্ছু গণ নিম্ন স্বাক্ষকারীর নিকট লিখিয়া জানাইবেন।

যশোর } শ্রীজগবন্ধু ভদ্র
শ্রীরামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
যশোহর স্কুল।

বিজ্ঞাপন।

"এস্কল আস্কীন,,
অথাৎ

মরাকেবা মসাহেদা স্বরূপে করিবে সেই সকল ভেদ বাঙ্গলায় সঙ্কর মুদ্রিত হইবে। যশোহর সাভাবদিন খলিফার দোকানে এবং মার সঙ্কর পুরের বাটিতে আছে মূল্য ।০ আন ডাক মাশুল এক আনা। গ্রহনাকাঙ্খী ছাহেবের আমার নিকট লিখিলে পাইতে পারিবেন।

যশোহর
সঙ্কর পুর } শ্রীমুনশী অছিমদ্দিন মহামুদ

ডি, এন মিত্র এবং কোম্পানি। ফটোগ্রাফার ও এনগ্রেবার। ৫৮ নং বাটি, পটুটোলা, পটল ডাঙ্গা, কলিকাতা। অতি অল্প মূল্যে এবং পরিপাটি রূপে ফটগ্রাফ ও নগ্রেবিং করিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন।

মদ্রচিত "ভারতের হীনাবস্থা,, যশোর গবর্ণমেণ্টস্কুল ও কোন কোন গ্রাম্য স্কূলে প্রচলিত হইয়াছে; যাহারা উক্ত পুস্তক গ্রহণেচ্ছু, আমার নিকট ডাক মাশুল সমেত ৵ আনা পাঠাইলে পাইতে পারিবেন

যশোর গবর্ণমেণ্ট স্কুলের
দ্বিতীয় শিক্ষক

অমৃ বাজার পত্রিকার এজেণ্ট।

বাবু চন্দ্র নারায়ণ ঘোষ মুক্তিয়ার,
যশোহর

বাবু তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল
কৃষ্ণ নগর

বাবু হরলাল রায় বি, এ, টিচার, হেয়ারস্কু,
কলিকাতা

বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ নড়াল জমিদারের মুক্তিয়ার
কাশীপুর

বাবু দুর্গা মোহন দাস, উকিল
বরিশাল

বাবু কৃষ্ণ গোপাল রায়, বগুড়া

যখন গ্রাহকগণ অমৃত বাজার বরাবর মুল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিস্টার করিয়া পাঠান।

যাঁহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান যতথারাযেন নিয়মিত কমিসন সম্বলিত এক আনার অধিক মূল্যে টিকিট না ঠপান

[illegible] কিম্বা [illegible]
আমরা গ্রহণ করি না।

অমৃত বাজার পত্রিকার মূ[illegible]
অগ্রিম।

বার্ষিক	৫ টাকা ডাক মশু[illegible]	
সাম্মাসিক	৩	
ত্রমাসিক	২	
প্রত্যেক সংখ্যা	।৹	

বিনা অগ্রিম

বার্ষিক	৭ টাকা ডাক মাশু[illegible]	
ষাণ্মাসিক	৪৸৹	
ত্রমাসিক	৩	

[illegible]

প্রথম দ্বিতীয় [illegible]
চতুর্থ ও তো[illegible]

সংগীত শা[illegible] ভাগ।

উল্লিখিত পুস্ত[illegible] হইয়াছে। উ[illegible]র দ্বারা নানা বিধ [illegible]দ্য গুরুপদেশ ভিন্ন অভ্যস্ত হইতে [illegible]। উক্ত পুস্তক কলিকাতাস্থ সংস্কৃত [illegible]টারিতে, কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীট [illegible] ও [illegible]র লাইব্রেরিতে, [illegible] স্বাক্ষরকারীর নিকট তত্ত্ব করি[illegible]গ্রহণেচ্ছু, মহাশয়েরা পাইতে [illegible]ন। মূল্য ॥০ আনা, ডাকমাশুল এ[illegible]। কেহ নগদ ৫টাকার বা ততোধিক [illegible] পুস্তক লইলে শত করা ১২ টাকা এবং [illegible]কা বা ততোধিক মুল্যের পুস্তক লই[illegible]ত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন।

শ্রীনী[illegible]চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
যশোহর অমৃত বাজার

সর্পা ঘাত।
অর্থাৎ।

মালবৈদ্যদিগের মতে সর্পদংশন চিকিৎসা। উক্ত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে বিক্রয়ার্থ এখানে আছে। স্বাক্ষরকারীর প্রঃ মুল্য।০ আনা। ডাকমাশুল ৴০ আনা। গ্রহণাকাঙ্খী মহাশয়েরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিলে উক্ত পুস্তক পাইতে পারিবেন

অমৃতবাজার } শ্রীচন্দ্রনাথ কর্ম্মকার
নেটিবডাক্তার

☞ এই পত্রিকা যশোহর অমৃত বাজার অমৃত প্রবাহিনী যন্ত্রে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীনাগচন্দ্র রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।